যায়যায়দিন

তারিখ NOV. 07 2006
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

১৫

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতি

একক আধিপত্য ছাত্রদলের অন্তর্দ্বন্দ্বে কোণঠাসা ছাত্রলীগ

আদনান মনোয়ার হুসাইন জাবি থেকে

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও জমে ওঠেনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতি। যেসব অপ্রীতিকর পরিস্থিতির আশঙ্কায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি বাড়ানো হয়েছিল এখন পর্যন্ত তাও অমূলক মনে হচ্ছে। গত পাঁচ বছরের মতো ক্যাম্পাসে এখনো একক আধিপত্য ছাত্রদলের। অন্যদিকে দলের শীর্ষ কিছু নেতার বিভিন্ন অপকর্মসহ তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে ভেঙে পড়া চেইন অফ কমান্ড নিয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে ছাত্রলীগ।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা নিচ্ছে এমন সম্ভাবনা সামনে রেখে রোজা থেকেই ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ বিভিন্ন প্রস্তুতিমূলক তৎপরতা শুরু করলে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির আশঙ্কায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি আরো ১০ দিন বাড়ায় প্রশাসন। গত মাসের ২৭ ও ২৮ তারিখে ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে কার্যক্রম শুরু করলেও দু'দিনেই তা থেমে যায়। ওই সময় থেকে ছাত্রদলের সব গ্রুপ ক্যাম্পাসে নিয়মিত শোডাউন শুরু করে। হলে হলে গড়ে তোলে শক্ত অবস্থান।

রোজার ঈদের পরপরই ছাত্রদলের সব নেতাকর্মী ক্যাম্পাসে ফিরে এলে শক্ত অবস্থানে চলে যায় ছাত্রদল। ক্যাম্পাসে এবং হলে হলে ছাত্রদল নিয়মিত গ্রুপভিত্তিক শোডাউন করলেও ছাত্রলীগের কোনো কার্যক্রম বর্তমানে ক্যাম্পাসে নেই বললেই চলে।

ছাত্রলীগের নিষ্ক্রিয়তার জন্য একাধিক নেতাকর্মী দলীয় সিদ্ধান্তহীনতা, কিছু শীর্ষ নেতার অপকর্মসহ দীর্ঘদিন ধরে কোনো কমিটি না থাকাকেই দায়ী করেন। বিএনপি সরকার ক্ষমতা ছাড়ার পরপরই ক্যাম্পাসে মিছিল সমাবেশের জন্য সেন্ট্রাল ছাত্রলীগের নির্দেশ থাকলেও জাবি ছাত্রলীগ তা করতে ব্যর্থ হয়।

জানা যায়, পূর্ণাঙ্গ কমিটি না থাকায় দলের নেতাকর্মীরা সভাপতি ও সম্পাদকের সিদ্ধান্ত মানছেন না। তারা আগে তাদের দলীয় পরিচয় নিশ্চিত করে পরে সাংগঠনিক কাজে জড়াতে ইচ্ছুক বলে জানা যায়। তাছাড়া দলের গুরুত্বপূর্ণ ১৬ জন নেতা বহিষ্কৃত থাকায় এবং যুগ্ম সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদমর্যাদার কয়েকজন নেতাসহ একাধিক নেতাকর্মীর ক্যাম্পাসে চুরি, ছিনতাই ও নেশাগ্রস্ততার কারণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন জুনিয়র নেতাকর্মীরা। এ অবস্থায় ভেঙ্গে পড়া চেইন অফ কমান্ড নিয়ে ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না বলে মন্তব্য করেন দলের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতা। এ বিষয়ে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ইকবাল বলেন, শিগগিরই কমিটি না দিলে নেতাকর্মীদের চাঙ্গা করা সম্ভব হবে না।

এদিকে অতীতের ভেদাভেদ ভুলে একসঙ্গে কাজ করছে ছাত্রদলের সব গ্রুপ। তবে কিছু দিনের মধ্যেই ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠনের সম্ভাবনা থাকায় সাংগঠনিক দক্ষতা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে লবিং গ্রুপিংয়েও জড়িয়ে পড়ছে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। তাছাড়া দীর্ঘদিন থেকে ক্যাম্পাসের রাজনীতির বাইরে থাকা ছাত্রদলের অন্য একটি গ্রুপও এ সুযোগে সক্রিয় হচ্ছে বলে জানা গেছে।

এদিকে ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি মনিটরিং করতে গত ২৭ অক্টোবর প্রশাসন নিরাপত্তা সেল ও চারটি ভিজিল্যান্স টিম গঠন করে। সেল ও টিমগুলোর সূত্রে জানা গেছে, উৎকণ্ঠিত হওয়ার মতো কোনো পরিস্থিতি ক্যাম্পাসে এখনো সৃষ্টি হয়নি। ক্যাম্পাসে এবং হলগুলোতেও স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে বলে সূত্র জানায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর মাফরুহী সাত্তার টিটো জানান, ছুটি বাড়ানো বা উৎকণ্ঠিত হওয়ার মতো কোনো পরিস্থিতি ক্যাম্পাসে এখনো সৃষ্টি হয়নি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত সময়েই খুলবে।